ইসলামী কিন্ডারগার্টেন রূপরেখা ও বাস্তবায়ন

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলমগীর

ইসলামী কিন্ডারগার্টেন
রূপরেখা ও বাস্তবায়ন

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলমগীর

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী কিন্ডারগার্টেন : রূপরেখা ও বাস্তবায়ন
অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলমগীর
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪৮

ইফাবা প্রকাশনা : ৯৯২/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ৩৭২.২১
ISBN : 984-06-0939-4

প্রথম প্রকাশ

জানুয়ারি ১৯৮২

দ্বিতীয় প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০০৪
ভাদ্র ১৪১১
রজব ১৪২৫

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৮০৬৮

কম্পিউটার কম্পোজ
নিউ হাইটেক কম্পিউটার
জি. পি. ক-৩৮, মহাখালী, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ
গিয়াসউদ্দীন খসরু

মুদ্রণ ও বাঁধাই
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি,
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

মূল্য : ১৯.০০ টাকা

ISLAMI KINDERGARTEN RUPREKHA O BASTOBAYON (The Concept and Implementation of Islamic Kindergarten) : Written by Principal Muhammad Alamgeer in Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 August 2004

Web site : www.islamicfoundation-bd.org
E-mail : info@islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 19.00; US Dollar : 0.75

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা

মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন। পবিত্র কুরআনের প্রথম ওহী হচ্ছে "পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।" তাই মানব জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব সর্বাধিক। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নত হতে পারে না, আর প্রকৃত শিক্ষা ব্যতীত কোন মানুষ পারে না আদর্শ মানুষে পরিণত হতে। কেবল বস্তুগত শিক্ষা দ্বারা মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধিত হয় না। আদর্শ মানুষ ও আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য চাই বস্তুগত ও নৈতিক শিক্ষার সমন্বয় সাধন। যোগ্য ও সুনাগরিক তৈরি এবং আদর্শ সমাজ বিনির্মাণের জন্য প্রয়োজন একটি সুসমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা যা মানুষের পার্থিব ও অপার্থিব উভয়দিকের কল্যাণ সাধনের উপযোগী।

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের দেশ ও জাতির কর্ণধার। এই শিশুদেরকে যদি শৈশবকাল থেকেই যথাযথ প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত শিক্ষাদানের মাধ্যমে গড়ে তোলা যায়, তাহলে ভবিষ্যতে এরাই দেশ ও জাতিকে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। তাই শিশুদের শিক্ষালয় কিন্ডারগার্টেনসমূহের শিক্ষা পদ্ধতি, পাঠ্যসূচি ও নীতিমালা সঠিক, উপযোগী ও পূর্ণাঙ্গরূপে তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন।

এ লক্ষ্যেই বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলমগীর রচনা করেন "ইসলামী কিন্ডারগার্টেন ঃ রূপরেখা ও বাস্তবায়ন" শীর্ষক পুস্তিকাখানি। এটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রথম প্রকাশ করা হয় ১৯৮২ সালে। বইটি শিশু শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের খুবই উপকারে আসে এবং তাদের নিকট বইটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বইটি পুনরায় প্রকাশ করা হলো। আমাদের প্রত্যাশা, সর্বস্তরের পাঠকবৃন্দ বিশেষত শিশু শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই বইটি দ্বারা খুবই উপকৃত হবেন।

আল্লাহ্ আমাদের এ প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রথম সংস্করণ প্রসঙ্গে

হিজরী পঞ্চদশ শতক উদ্‌যাপন উপলক্ষে অন্যান্য প্রকাশিত পুস্তকের মাঝে 'ইসলামী কিন্ডারগার্টেন ঃ রূপরেখা ও বাস্তবায়ন' পুস্তকটি প্রকাশ করা হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী শিক্ষা রূপায়ণ ও বাস্তবায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে এই গ্রন্থটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে জানুয়ারি ১৯৮২ সালে এর প্রথম সংস্করণ আত্মপ্রকাশ করে।

ছোট আকারের এই গ্রন্থটিতে ইসলামী কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠায় কি কি ধরনের চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনা নিতে হবে এরই একটি ধারণা দেয়ার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থটি লিখিত। শুধু তাই নয়; বরং সে অনুযায়ী বাস্তবায়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে; এরও দিক-নির্দেশনা রয়েছে এতে। আশা করা যায়, যুগপৎ কিন্ডারগার্টেনের প্রতিষ্ঠাতা ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকবৃন্দ এই গ্রন্থ থেকে পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি, পাঠদান পদ্ধতি, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন সম্পর্কে বেশ স্বচ্ছ ও প্রায়োগিক সম্যক ধারণা লাভে সক্ষম হবেন। বিশেষ করে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার ধারা ইসলামীকরণে তাঁরা কিছুটা হলেও দিক-নির্দেশনা পাবেন বৈ কি।

সবশেষে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্তৃপক্ষকে এই গ্রন্থটি প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণে।

আল্লাহ্ পাক ইসলামী শিক্ষার পূর্ণ উন্মেষ, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে সাহায্য করুন; এবং এদেশে ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদেরকে অদূর ভবিষ্যতে আদর্শ মুসলিম নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলতে সাহায্য করুন। আমীন!

তাং ১০ জানুয়ারি, ১৯৮২ ঈসায়ী — নাচীজ মুহাম্মদ আলমগীর

ঢাকা।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে বক্তব্য

আল্লাহ্‌র দরবারে অশেষ শোকরিয়া, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 'ইসলামী কিন্ডারগার্টেন ঃ রূপরেখা ও বাস্তবায়ন' গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ বিলম্বে হলেও প্রকাশিত হচ্ছে। কলেবর বৃদ্ধির অনুমোদন না থাকায় দ্বিতীয় সংস্করণে সম্ভাব্য সম্পাদনা করা হয়েছে এবং এই সম্পাদনায় যথাসাধ্য 'প্রিন্টিং এরারস্' সংশোধনসহ সংক্ষিপ্তাকারে কিছু নতুন তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। এরপরও যদি তথ্যগত কোন ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তাহলে তা সংশোধন করার প্রতিশ্রুতি রইল আগামী সংস্করণে।

আল্লাহ্ পাক বাংলাদেশের চলমান শিক্ষার দোষ-ত্রুটি ও দুর্নীতি নিরসনে ইসলামী শিক্ষাকে পরিশোধক হিসাবে প্রয়োগ করার প্রজ্ঞা ও প্রয়োগের ক্ষমতা দান করুন তাঁদেরকে যারা এই ক্ষেত্রে আপ্রাণ নিবেদিত। এই কামনা করেই ইতি করছি দ্বিতীয় সংস্করণের বহুল জনপ্রিয়তা প্রত্যাশা করে।

ডিসেম্বর ১৮, ২০০৩ ঈসায়ী
ঢাকা।

মুহাম্মদ আলমগীর

উৎসর্গ

আব্বা-আম্মাকে

রাব্বির হাম্‌হুমা কামা রাব্বায়ানী সগীরা।

হে আল্লাহ্! আমার আব্বা-আম্মাকে তেমন আদর-যত্নে রেখো যেমনটি তারা আমাকে শৈশবকালে রেখেছিলেন।

মুহাম্মদ আলমগীর

ভূমিকা

কিন্ডারগার্টেন জার্মান শব্দ। অর্থ 'শিশুদের বাগান'। জার্মান শিক্ষাবিদ ফ্রোয়েবেল এর জনক। Song-dance and play-এর মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতিতে শিশুদেরকে Home-room teaching বা গৃহ-পরিবেশে শিক্ষা দেয়াটাই কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতি। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১৫০০ কিন্ডারগার্টেন বা শিশু শিক্ষালয় রয়েছে।

সংজ্ঞা .

যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিন্ডারগার্টেনের পদ্ধতিতে ইসলামী মূল্যবোধ ও দৃষ্টিকোণ সৃষ্টির প্রয়াস চালান হয় তাকেই ইসলামী কিন্ডারগার্টেন বলে। এ ধরনের কিন্ডারগার্টেনে আরবী এবং ইসলামিয়াত বাধ্যতামূলক। আধুনিক শিক্ষার বিষয়বস্তুর সাথে সাথে উক্ত দুটি বিষয় এমনভাবে পড়ানো হয় যাতে গোটা পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যক্রম ইসলামী মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপায়িত হয়ে শিক্ষার্থীগণ ইসলামী চরিত্র ও পরিবেশ লাভে সমর্থ হয়। এ শিক্ষা দ্বারা নৈতিকতা বোধ জাগানো ও তা যাতে সর্বদা জাগরূক থাকে তার পরিবেশ রচনায় প্রয়াস জারি রাখা হয়।

উদ্দেশ্য

ইসলামী কিন্ডারগার্টেনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৪টি ঃ

১. আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ ও অনুধাবন।

২. আল্লাহ্ ও মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানার্জন।

৩. বিশ্ব প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক ও এর পরিণাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

৪. 'ন্যায়' ও 'অন্যায়' জ্ঞান লাভ, সৎকাজে উৎসাহ ও অসৎ কাজ হতে দূরে থাকার মন-মানসিকতা ও চরিত্র গঠন।

দর্শন

ইসলামী কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষা-দর্শন নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের উপর রচিত ও প্রতিষ্ঠিত থাকবে ঃ

১. তাওহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ, ২. রিসালাত বা নবীকুলের শিক্ষা, ৩. আখিরাত বা পরকালে বিশ্বাস।

এ তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই উক্ত উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য অর্জনের সাফল্য সম্ভব। নবীকুল শিরোমনি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রদর্শিত পথ ও শিক্ষানুসরণে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস স্থাপন ও মৃত্যুর পর পরজগতে ভাল-মন্দ কর্মের জন্য জবাবদিহিতার মন-মানসিকতা ও আচরণ দুনিয়ায় অর্জন-ই হচ্ছে ইসলামী কিন্ডারগার্টেনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

শ্রেণীবিন্যাস

'কিন্ডারগার্টেন' বলতে প্রচলিত অর্থে বোঝায় দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ হিসেবে শ্রেণীবিন্যাস হবে নিম্নরূপ ঃ

শ্রেণী	ভর্তি বয়স	আসন সংখ্যা
নার্সারী	৩+	১৫
প্লে গ্রুপ	৪+	২৫
কে.জি. ১ম	৫+	২৫
কে.জি. ২য়	৬+	২৫

ভর্তি পদ্ধতি

প্রতি শ্রেণীতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক ও মানসিক বয়সের (Chronological and mental age) পরীক্ষা নিয়ে ভর্তি করা হয়। ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর 'শ্রেণী' নির্ণয় করতে হবে। ভর্তি পরীক্ষার প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু ও নিয়মাবলী নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

শ্রেণী	পরীক্ষার বিষয়বস্তু	পরীক্ষা পদ্ধতি	বণ্টিত মান	পূর্ণমান
নার্সারী	o কথা বলার ক্ষমতা	মৌখিক	১০	
	o রং পরিচয়	মৌখিক	১০	২৫
	o স্বাস্থ্য পরীক্ষা	মেডিকেল	০৫	
প্লে গ্রুপ	অক্ষর পরিচয় জ্ঞান			
	o ইংরেজী/বাংলা/আরবী	মৌখিক	১০	
	o গণনা ১০ পর্যন্ত	লিখিত	০৫	২৫
	o পরিবেশ পরিচয় জ্ঞান	মৌখিক	০৫	
	o মেডিকেল		০৫	

কে.জি. ১ম, শব্দ গঠন জ্ঞান

বিষয়	পরীক্ষা	নম্বর	মোট
০ বাংলা/ইংরেজী	মৌখিক	১০	
০ দু' অংকের যোগ/বিয়োগ/পূরণ			
০ নামতা অন্যূন ৩ পর্যন্ত	লিখিত	১০	২৫
০ পরিবার ও বাড়ীর পরিবেশ জ্ঞান			
	মেডিকেল	৫০	

০ আরবী বর্ণ ও শব্দমান

ইসলামিয়াত ঃ কলেমা/নামায/ 'সূরা, সময়' ঈদ

কে.জি. ২য়, ৫ম বাক্যজ্ঞান

বিষয়	পরীক্ষা	নম্বর	মোট
ইংরেজী ও বাংলা	মৌখিক	০৮	
০ ৩-৪ অংকের যোগ/বিয়োগ/পূরণ			
দুই অংকের ভাগ	লিখিত	১২	২৫
০ পরিবেশ ও দেশ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান			
০ আরবী ও ইসলামিয়াত	মেডিকেল	০৫	

কে.জি. ১ম-এর অনুরূপ

সময়সূচি

ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি নিম্নরূপ হওয়া বিধেয় ঃ

মৌখিক পরীক্ষা ঃ প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য গড়ে ৩ মিনিট।

লিখিত পরীক্ষা ঃ লিখিত পরীক্ষার ব্যাপ্তি ২০ মিনিট হলেই চলে।

প্রশ্নপত্র প্রণয়ন পদ্ধতি

ভর্তি পরীক্ষা ও অন্যান্য পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সময় নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে ঃ

১. প্রশ্নপত্র পর্যায়ক্রমে সহজ থেকে কঠিন হবে।

২. বিভিন্ন প্রশ্নের মান যথাসম্ভব একই রকমের হওয়া উচিত।

৩. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলো প্রথম ভাগে এবং রচনাকারের প্রশ্নগুলো দ্বিতীয় ভাগে প্রশ্নপত্র সাজিয়ে লিখলে ভাল হয়।

৪. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের পরিমাণ ৪০% এবং রচনাকারের প্রশ্ন ৬০% হলে ভাল হয়।
লক্ষণীয় ঃ শিশুশ্রেণীতে অধিকাংশ প্রশ্নই সংক্ষিপ্তাকারের হয়; কারণ শিশুদের বাক্যজ্ঞান ও বাক্য-লিখন ক্ষমতা থাকে না।

৫. কোন প্রশ্নেরই Choice বা or (অথবা) থাকবে না, অন্য কথায় সব প্রশ্নের উত্তর প্রদান বাধ্যতামূলক।

৬. প্রতিটি প্রশ্নের বিষয় (Subject matter) ও প্রার্থিত উত্তর (desired answer) স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হতে হবে। পুঁথিগত বিদ্যার সাথে প্রাত্যহিক জীবনের সম্পর্ক যাতে থাকে এমন হতে হবে প্রশ্নপত্র।

৭. প্রশ্নের মানবণ্টন ভগ্নাংশ মান বা এমন কোন সংখ্যা থাকা উচিত নয় যা গুণতে (Counting) অসুবিধা বা বিভ্রাটের সৃষ্টি করে।

৮. সবশেষে প্রতিটি প্রশ্নপত্রেই সামগ্রিকভাবে ইসলামী আদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

৯. উত্তরপত্রের শুদ্ধ ও অশুদ্ধ চিহ্নিত করার জন্যে যথাক্রমে শূন্য (০) ও পূরণ চিহ্ন (X) ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

১০. প্রশ্নপত্রেই উত্তর দানের ব্যবস্থা থাকতে পারে, আংশিক বা পূর্ণভাবে। এক্ষেত্রে প্রশ্নেই উত্তর মূল্যায়নের মান বসানোর সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। নমুনা হিসেবে নিম্নে একটি প্রশ্নপত্র রচনা করা হলো ঃ

বিষয় ঃ [ভর্তি পরীক্ষা থাকলে এখানে বিষয়ের উল্লেখ থাকে]

স্কুল ঃ ক্রিসেন্ট কিন্ডারগার্টেন ॥ পূর্ণমান ঃ ২৫ ॥ সময় ঃ ২০ মিনিট

পরীক্ষা ঃ ভর্তি ২০০৪ ঈসায়ী ছাত্র/ছাত্রীর নাম .... ॥ পূর্ণমান ঃ ....

শ্রেণী ঃ কে.জি. ॥ তারিখ ঃ ২রা এপ্রিল, '৮১ ॥ প্রাপ্ত নম্বর ঃ .... গ্রেড ....

১. মৌখিক ঃ পূর্ণমান ১৫

পড়	বণ্টিত মান	পেয়েছে
(ক) অ, আ, ঈ, এ৩, ঠ, ফ	৩	------
(খ) A, B, C, F, Y, Z	৩	------
(গ) ا ب ج و ه ط	৩	------
(ঘ) ০ ১ ২ ৬ ৯ ৮	৩	------

(ঙ) কি রঙ বা আকার বল ?

আকাশের রঙ, ঘাসের রঙ, ফুটবল, পূর্ণ চাঁদ, ইট, তূলা।

২. লিখ ঃ পূর্ণমান ৫

'অ' থেকে 'উ'	৩	------
'৬' থেকে '৯'	২	------

৩. স্বাস্থ্য পরীক্ষা ঃ প্রতিটির জন্য ১ নম্বর (৫টি)

দাঁত, কান, চোখ, জিহ্বা, নখ

মোট প্রাপ্ত নম্বর -------*

* প্রশ্নপত্রটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রশ্নগুলো স্বচ্ছ ও সুন্দরভাবে লেখা বা set করা হয়েছে। মানের সামঞ্জস্য রাখা হয়েছে এমনভাবে যেন প্রতিটি নম্বরে শুদ্ধ ও অশুদ্ধের হিসাব কষে প্রাপ্ত সংখ্যা সঙ্গে সঙ্গেই মূল্যায়ন করা যায়, তবে এ ধরনের প্রশ্ন প্রণয়ন ও ছাপানোটাই হচ্ছে কষ্টসাধ্য।

বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্ন

প্রতি প্রশ্নপত্রেই দু'ধরনের প্রশ্ন থাকা উচিত। এ দু'ধরন হচ্ছে–

১. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Objective বা Quiz type)

২. রচনাকারের প্রশ্ন (Essay type)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের প্রকার

- যথাযথ সাজান (Matching)
- সঠিক উত্তর নির্বাচন (Multiple Choice)
- স্মৃতিচারণ (Recall)
- শূন্যস্থান পূরণ (Fill up the blanks)
- সত্য-অসত্য নির্ণয় (True-false items)
- সংক্ষিপ্ত উত্তর দান (Short answers)

সংক্ষিপ্তাকারের প্রশ্নমালা দ্বারা গোটা বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীর অধ্যয়ন কি পরিমাণ হয়েছে তা ব্যাপকভাবে নিরূপণ করা যায়। তবে এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে জ্ঞানের গভীরতা ও কল্পনা বা সৃজনী ক্ষমতার পরিমাপ যথাযথ করা যায় না। এহেন প্রশ্নের মাধ্যমে Facts এবং Information-এর যাচাই সুন্দরভাবে করা যায়।

রচনাকারের প্রশ্ন

এ ধরনের প্রশ্নের সাহায্যে সমগ্র বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জন যাচাই করা সম্ভব হয় না। তবে এ প্রশ্নপত্রের সাহায্যে ছাত্রদের Repreduce করা বা পুনরায় লিখন ক্ষমতা, চিন্তা ও কল্পনাশক্তি তথা উপলব্ধি বা Realisation-এর গভীরতা পরীক্ষা করা যায়।

সংক্ষিপ্তাকারের প্রশ্নপত্র Comprehensive বা সামগ্রিক প্রকৃতির রচনাকারের প্রশ্নপত্র হচ্ছে Intensive ধরনের। প্রথমটি অনেকটা Methodological বা formal প্রবণতায় সমৃদ্ধ, দ্বিতীয়টি হচ্ছে Informal বা Free will প্রবণতায় বিধৃত।

বেতন

স্কুলগৃহ ভাড়াটে হলে বেতনের হার যা হবে তা নিজস্ব স্থানে হলে সে হার অপেক্ষাকৃত কম হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বাভাবিকভাবে এ হার নিম্নরূপ না হলে চলেই না ঃ (২০০৪ সালের জীবন-যাত্রা অনুমান করে)

বার্ষিক দেয়		মাসিক বেতন
ভর্তি ফি–	৩০০.০০	৩০০.০০
সেসন ফি–	৫০০.০০	
যাবতীয় পরীক্ষা ফি–	৩০০.০০	
	১১০০.০০	৩০০.০০

বনভোজন, শিক্ষাসফর ও অনুরূপ শ্রেণীশিক্ষা বহির্ভূত শিক্ষণীয় কর্মকাণ্ডের জন্যে (Co and Extra Curricula) আলাদাভাবে চার্জ আদায় করতে হবে। সব শ্রেণীর

হার একই রকমের হবে। তবে এ হার বৃদ্ধিকল্পে তারতম্য করতে হলে তা নার্সারী ও প্লে-গ্রুপেই হওয়া উচিত। ভর্তি হবার এবং প্রতি মাসের বেতন আদায়ের জন্যে নির্দিষ্ট তারিখ বা Schedule থাকবে। বিলম্বের জন্যে প্রতি দিনে ৫০০ টাকা পরিমাণ জরিমানা আদায় করা যাবে। জরিমানার পরিমাণ মাসিক বেতনের অর্ধেক বা ১৫০.০০ টাকা পরিমাণ হওয়ার পর রেজিস্টার থেকে ছাত্রের নাম কাটা যাবে। পুনঃভর্তির জন্যে ১৫০.০০ টাকা আদায় করা হবে।

শিক্ষার বিষয়বস্তু

আবশ্যিক বিষয় ঃ বাংলা, আরবী, ইসলামিয়াত, ইংরেজী, অংক, কম্পিউটার।
সংশ্লিষ্ট বিষয় ঃ সমাজ পাঠ, বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য।
পরিপূরক বিষয় ঃ সাধারণ জ্ঞান, অংকন, শরীর চর্চা, গজল, হামদ-নাত।

পাঠদানের সামগ্রিক লক্ষ্য

এ লক্ষ্য নিম্নরূপ নির্ধারিত হওয়া উচিত ঃ

১. সৎ ও চরিত্রবান করে গড়ে তোলা।
২. দায়িত্ববোধ ও নৈতিকতা জাগ্রত করা।
৩. পারস্পরিক সহনশীলতা ও হৃদ্যতা স্থাপন করা।
৪. স্বাবলম্বী ও সমাজসেবী মনোভাব সৃষ্টি করা।
৫. ইসলামী মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষায় সচেতনতা দান করা।

শ্রেণীকক্ষভিত্তিক লক্ষ্য

প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকার পাঠদানের ক্ষেত্রে নিম্নলেখ উন্নতি ছাত্রদের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে কি-না, তা অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করা একান্ত কর্তব্য ঃ

(ক) বাহ্যিক/ব্যবহারিক লক্ষ্য (Behaviourial Objectives)

০ সঠিক উচ্চারণ*

(খ) মনস্তাত্ত্বিক লক্ষ্য (Psychological Objectives)

০ আত্মসম্মানবোধ

বিঃ দ্রঃ শ্রেণীশিক্ষা বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের জন্যে যেমন খেলাধুলা, নাটক, বক্তৃতা, রচনা, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদিতে শ্রেণীশিক্ষক সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতি শিক্ষার্থীকে ৫০ নম্বরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করে নম্বর দেবেন। এ পরীক্ষা বা মূল্যায়নকে Impression Test নামে অভিহিত করা যেতে পারে। এ মূল্যায়নের নম্বর শিক্ষাবর্ষের শেষ পরীক্ষার সময় দেয়া হবে শিক্ষার্থীর গোটা বছরের কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে।

* ইসলামী কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির একটি বিশেষ লক্ষ্যই হবে বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা দেয়া। কারণ অশুদ্ধ উচ্চারণ আল্লাহ্‌র রাসূলের সুন্নাহ্‌ বিরোধী। শুদ্ধ উচ্চারণ বিজ্ঞান বা কিরাতের প্রতি মুসলমানগণ যত গুরুত্ব দিয়েছে খুব কম জাতিই তা দিয়েছে। ইসলামী কিন্ডারগার্টেন ক্লাসে অংক বা সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান বা স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে যতটুকু গুরুত্ব দেয়া হবে, তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হবে সঠিক উচ্চারণের দিকে। কারণ অংক, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে কোন ছাত্র পিছিয়ে থাকলেও পরবর্তীকালে হয়ত সে এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু শিশুকালে উচ্চারণ বিকৃত হয়ে গেলে সারা জীবনেও তার সংশোধন হয় না। তাই শুধু আরবী কিরাত নয়– এতদ্‌সঙ্গে আরবী, বাংলা ও ইংরেজী উচ্চারণের দিকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।
আদর্শ উচ্চারণ ও বিশুদ্ধ কণ্ঠবিশিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকার দ্বারা টেপকৃত বর্ণমালা ও পঠনের টেপ সময়ে সময়ে শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার করে এ উচ্চারণ বিশুদ্ধকরণের প্রয়াস চালান যেতে পারে।

- ০ আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গি
- ০ সুন্দর হস্তাক্ষর
- ০ প্রশংসনীয় আচরণ
- ০ সুহৃদ সামাজিকতা
- ০ আত্মপ্রত্যয়
- ০ সৃজনী ক্ষমতার স্ফুরণ
- ০ নিরীক্ষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি
- ০ চারিত্রিক দৃঢ়তা

পুঁথিগত বিদ্যাদানের সাথে সাথে শিক্ষার্থীর মন-মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাব প্রবণতার মার্জিত রূপ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সচেতন থাকতে হবে। কারণ শিক্ষার মূল প্রকৃতিই হচ্ছে মানব শিশুকে সম্ভ্রান্ত ও মহৎরূপে গড়ে তোলা।

শিক্ষাদান পদ্ধতি

পাঠ পরিকল্পনার ভিত্তিতে শিক্ষাদান না করলে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব নয়। সে হিসেবে প্রতিটি 'পাঠ' (Lesson) বাস্তবভাবে আকর্ষণীয় ও বোধগম্য করার জন্যে নিম্নের পদ্ধতিগুলো শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ অনুযায়ী প্রয়োগ করা উচিত ঃ

- ০ পাঠদান/বক্তৃতা (Lecture method)
- ০ সমষ্টিগত পাঠ/আলোচনা (Group assignement/Projcet work/ Symposium/Seminar)
- ০ প্রশ্নোত্তর আসর (Question and Answer session)
- ০ শিক্ষা সফর/প্রকৃতি পাঠ (Education-toar/Nature study)
- ০ মেহমান আমন্ত্রণ (Use of resourceful persons)
- ০ সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান (Interview program)
- ০ প্রচার-উপকরণ (Use of press media)
- ০ জাতীয় পর্ব পালন (Celebration and observation of national events)
- ০ প্রদর্শনী (Exhibition)
- ০ বিচিত্রা (Variety or cultural shows)
- ০ ভাল ছাত্রদের দ্বারা দুর্বল ছাত্রদেরকে পাঠ/শিক্ষাদান (Monitorial system)
- ০ উপরের শ্রেণীর ছাত্রদেরকে দিয়ে নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের ক্লাস করানো (Cross-age system of teaching)
- ০ গল্প বলা (Story-telling method)

বিভিন্ন পাঠ্যসূচির অন্বয় পদ্ধতি

প্রতিটি শ্রেণীতেই যেসব বিষয় পড়ানো হয় সেসব বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র ও অন্বয় সৃষ্টি করাটাই শিক্ষকতার উত্তম সাফল্য। এ দৃষ্টিতে উল্লিখিত তিনটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে ঃ

১. সমন্বয় পদ্ধতি (Corrclation) ঃ এ পদ্ধতিতে শিক্ষক যে বিষয়ে শ্রেণীকক্ষে পাঠ দান করছেন, এর সাথে এ শ্রেণীর অন্যান্য বিষয়ের সংযোগ বা সাদৃশ্য কিভাবে

আছে তা শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন। উদাহরণস্বরূপ 'বাংলাদেশ' নামক প্রবন্ধটি পড়াতে গিয়ে তিনি এদেশের উপর লিখিত ইংরেজী বইয়ের কোন কবিতা বা গল্পের সাথে অথবা ইতিহাস-ভূগোল ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীদের মনে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর প্রতি আগ্রহ ও চেতনা সৃষ্টি করে দেবেন।

২. মিশ্রণ পদ্ধতি (Integration) ঃ এ পদ্ধতিতে শিক্ষক উক্ত বিষয়টির ('বাংলাদেশ' প্রবন্ধটি) মধ্যেই যে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, ধর্ম ইত্যাদির উপকরণ রয়েছে সেদিকের প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে সচেতন করে তুলবেন।

৩. একীভূতকরণ পদ্ধতি (Fusion) ঃ সংশ্লিষ্ট পাঠটি যে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যেও বর্তমান আছে তা ছাত্রদেরকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করানোটাই হচ্ছে একীভূতকরণ পদ্ধতি। 'বাংলাদেশ' প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু ইতিহাস, ভূগোল এমনকি অংক-বিজ্ঞানেও যে একীভূত বা অদৃশ্যভাবে রয়েছে তা তুলে ধরার মধ্যেই (Fusion method)-এর চরম সার্থকতা।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ সৃষ্টির উপায়

গোটা পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিত ইসলামী দৃষ্টি ও মূল্যেবোধে বিধৃত ও উজ্জীবিত করার জন্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ অপরিহার্য ঃ

১. শিক্ষাবর্ষের পাঠবিন্যাস ও পরিকল্পনার সময় (Course and Lesson Planning) সূচনাতেই ইসলামী ও ইসলামী বোধসম্পন্ন বিষয়বস্তুকে প্রাধান্য ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে।

২. ইসলাম-বিরোধী ও ইসলাম নিরপেক্ষ (secular) বিষয়বস্তুসমূহ শিক্ষাদানের সময় শিক্ষার্থীদেরকে সচেতন ও সতর্ক করে দেয়ার জন্যে বাস্তব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলাম-নিরপেক্ষ বা ইসলাম-বিরোধী শব্দ, পরিভাষা ও বিষয়বস্তুর মুকাবিলায় ইসলামী শব্দ, পরিভাষা ও বিষয়বস্তুর অবতারণা করা, ইত্যাদি। লক্ষণীয় ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রসম্পন্ন শিক্ষকই এটি পারবেন।

৩. নোট ও প্রশ্নপত্র তৈরির সময় ইসলামী শব্দ ও পরিভাষার সুন্দর ও সার্থক ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন।

৪. ইসলাম শিক্ষামূলক প্রশ্নের মান সবচেয়ে বেশি নির্ধারণ করা এবং এ ধরনের প্রশ্নোত্তরের অগ্রাধিকার দেয়া।

৫. ইসলামী পরিবেশ ও মন-মানসিকতা সহজে সৃষ্টি করার জন্যে আকর্ষণীয়ভাবে ইসলামী পর্বসমূহ পালন করা।

৬. ইসলামী চরিত্রবিশিষ্ট আলিম ও সুধী সমাজের দ্বারা বক্তৃতা প্রদান বা এ ধরনের বিশিষ্ট মনীষীদের সাথে ছাত্রদের ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের জন্যে প্রায়শ সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

৭. মাঝে মাঝে শিক্ষকদের সাপ্তাহিক বৈঠক* এবং ৫/৭ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স করে ইসলামী ভাবধারা ও বিষয়বস্তু শিক্ষাদানে শিক্ষকদের মন-মানসিকতা ও আচরণ সমৃদ্ধ করা।

৮. বিভিন্ন ইসলামী এবং অনৈসলামী পর্বের সময় ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ রচনাকারক পোস্টার, লিফলেট, স্লাইড, পত্র-পত্রিকা ও দেয়াল পত্রিকা রচনায় ছাত্রদেরকে নিয়োজিত করা এবং এসব প্রচারপত্র জনপথ ও অলিগলিতে বিলি ও লাগানোর কাজে ছাত্রদের অভিজ্ঞ করা। উদাহরণস্বরূপ কোন এলাকায় বসন্ত বা কলেরার মহামারী দেখা দিয়েছে। এ এলাকার কিন্ডারগার্টেনের ছাত্র-ছাত্রীরা পোস্টারিং করতে পারে এভাবে ঃ

ক. মহামারী বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় আল্লাহ্‌র গযব বিশেষ।

খ. চলুন আমরা সবাই আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করি ও এ আযাব থেকে মুক্তির জন্যে দোয়া করি।

গ. কলেরা-বসন্তের সময় নিম্নোদ্ধৃত দোয়াটি পড়ি ঃ
লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা সুবহানাকা ইন্নি কুন্‌তু মিনাযযোয়ালিমিন।
আয় আল্লাহ্‌! আপনি ছাড়া কোন ইলাহ্‌ নেই। আমি নিশ্চয়ই অত্যাচারীদের দলভুক্ত নই।

ঘ. আবাস-গৃহ ও পরিবেশ পরিষ্কার রাখি।

ঙ. রুগ্নদের জন্যে প্রতিদিন বাদ মাগরিব নিয়মিত দোয়ার ব্যবস্থা করি ইত্যাদি।
প্রচারে ঃ আদর্শ কিন্ডারগার্টেন, নাখাল পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা। ১৯৬৭ সালে এই স্কুলটি এ ধরনের পোস্টারিং করেছিল।

এ ধরনের পোস্টারিং একদিকে ছাত্রছাত্রীদেরকে যেভাবে ইসলামী দৃষ্টিতে জ্ঞানদান ও কর্মতৎপর করবে, অপরদিকে এ প্রচারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকাটিও আল্লাহ্‌ভীরু হয়ে ইসলামী জিন্দেগী যাপনে অনুপ্রাণিত হতে বাধ্য হবে। লক্ষণীয়, এ ধরনের Co-curricular কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীরা সামাজিকভাবে গড়ে উঠবে শিক্ষিত হওয়ার সাথে সাথে।

তাছাড়া সাধারণভাবে ইসলামী আদব-কায়দা ও চাল-চলনের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, যেমন সালাম-আদব শিক্ষা, মুরুব্বীদের প্রতি অবজ্ঞা না করা, মুরুব্বীদের মান্য করা, সাক্ষাতে সালাম দেওয়া, কুশলাদি জানার চেষ্টা করা, অন্যায় কাজে বাধা দেওয়া এবং কোন সৎকাজে উৎসাহিত করা।

পরীক্ষা পদ্ধতি

শিক্ষার্থীর বিদ্যা-শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের পরিধি উত্তরোত্তর পরিমাপের জন্য 'পরীক্ষা' একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। এটা ভীতি নয়, বরং স্বীয় সত্তা জানার জন্যে যুগপৎ শিক্ষক

* প্রাতঃকালীন সমাবেশে সপ্তাহভিত্তিক সংক্ষিপ্ত দোয়া, মুনাজাত, ইসলামী বিশ্বের সংবাদ ইত্যাদি পরিবেশন করার ক্ষেত্রে ছাত্রদেরকে উৎসাহিত ও সাহায্য করা।

ও শিক্ষার্থীদের জন্যে একটি উপায় বিশেষ। এ দৃষ্টিতে পুঁথিগত বিদ্যা ও তৎসঙ্গে চরিত্র ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের (Co-curricular & Extra curricular) কতটুকু উন্নতি ও ইৎকর্ষ সাধিত হয়েছে তা নির্ণয়ের জন্যে নিম্নোলিখিত পরীক্ষাসমূহ নেয়া যেতে পারে ঃ

ক. সাপ্তাহিক পরীক্ষা ঃ আবশ্যিক বিষয়গুলোর উপর সপ্তাহভিত্তিক পরীক্ষা।

খ. সাময়িক পরীক্ষা ঃ আবশ্যিক ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর উপর পরীক্ষা।

গ. বর্ষশেষ পরীক্ষা ঃ ঐ
(comprehensive Examination)

ঘ. পরিপূরক পরীক্ষা ঃ যে সব শিক্ষার্থী উক্ত নিয়মিত পরীক্ষা কোন কারণে
Make-up Test দিতে পারেনি তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় পরীক্ষা নেয়া।

উক্ত পরীক্ষাসমূহ নেয়ার জন্যে গোটা শিক্ষাবর্ষের সময়সূচি* থাকা দরকার। নিম্নে এ ধরনের একটি সময়সূচি নমুনাস্বরূপ দেয়া হলো ঃ

শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০০৪ সনের ক্রিসেন্ট কিন্ডারগার্টেন।
পরীক্ষাসূচি ঠিকানা

পরীক্ষার প্রকার	সময়সূচি	সংখ্যা
সাপ্তাহিক পরীক্ষা	প্রতি সোমবার	১৮টি
	জানুয়ারি	
	ফেব্রুয়ারি	
	এপ্রিল	
	সেপ্টেম্বর	
সাময়িক পরীক্ষা ঃ	মার্চ ১৫ হতে ২৫	
	মে ২১ হতে ৩১	২টি
বর্ষশেষ পরীক্ষা ঃ	নভেম্বর ২৮ হতে	
	ডিসেম্বর ৭ পর্যন্ত	১টি
পরিপূরক পরীক্ষা ঃ	শ্রেণীশিক্ষক এ পরীক্ষা নেবেন।	
	প্রতি ২য় রবিবার	
	মার্চ –১	
	মে –১	৩টি
	জুলাই –১	

* স্কুলের বর্ষপঞ্জীতেও এসব পরীক্ষার উল্লেখ থাকতে হবে যাতে অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রী সচেতনতা বজায় রাখতে পারে।

শ্রেণীভিত্তিক সাপ্তাহিক পরীক্ষাসমূহ নির্ধারিত প্রতি সপ্তাহের (ধরুন সোমবার) দিনটিতে পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হবে ঃ

প্রতি মাসের প্রথম সোমবার	ঃ	ইংরেজী
প্রতি মাসের দ্বিতীয় সোমবার	ঃ	অংক ও সাধারণ জ্ঞান
প্রতি মাসের তৃতীয় সোমবার	ঃ	বাংলা
প্রতি মাসের চতুর্থ সোমবার	ঃ	আরবী, ইসলামিয়াত ও কিরাত

এসব পরীক্ষা নিয়মিত ক্লাস চলাকালীন ৪০-৪৫ মিনিটের মধ্যে এবং প্রতি বিষয় এর সংশ্লিষ্ট ক্লাসে অনুষ্ঠিত হবে। এর মান প্রতি বিষয়ে ৩০-এর বেশি হওয়া উচিত নয়। এ রিপোর্ট ৪ রঙ-এর কাগজে অভিভাবকদেরকে পাঠানো যেতে পারে। নিম্নের সাপ্তাহিক রিপোর্ট ফরমটি এ পরীক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাটুকু সুস্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলেছে ঃ

সাপ্তাহিক রিপোর্ট ফরম*

ক্রিসেন্ট কিন্ডারগার্টেন
ঠিকানা ঃ ....
....
ফোন ঃ ....

সংকেত

সবুজ পাতা	ঃ	উত্তম	ঃ	৭৫%
হলুদ পাতা	ঃ	ভাল	ঃ	৬০%
নীল পাতা	ঃ	সুন্দর	ঃ	৪৫%
লাল পাতা	ঃ	সন্তোষজনক নয়	ঃ	৪০%

নাম ঃ ....

শ্রেণী ঃ .... ক্রমিক নং .... বিভাগ ....

পূর্ণমান ঃ ৩০	বণ্টিত মান	প্রাপ্ত মান
১. ব্যবহার	৫	......
২. শ্রেণীর কাজ	৫	.....
৩. বাড়ির কাজ	৫	.....
৪. বিষয়	১৫	.....

* এ রিপোর্টটি ৪ রঙ-এর কাগজে (সংকেত দ্রষ্টব্য) ছাপাতে হবে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট রঙ-এর ফরমে রিপোর্ট দিতে হবে ডবল ডিমাই কাগজের $\frac{১}{১৬}$ সাইজে হবে এ ফরম।

.... ছাত্রের মধ্যে সে .... স্থান লাভ করেছে।

স্বাক্ষর

অভিভাবক .... বিষয় শিক্ষক ....

তারিখ .... তারিখ ....

সাপ্তাহিক রিপোর্ট প্রতি শনিবার অভিভাবকদের নিকট পাঠানো এবং পরবর্তী সোমবার তা স্কুলে ফেরত নেয়া উচিত। বছর শেষের পরীক্ষায় এ রিপোর্টের ১০% নম্বরের জন্য মান সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে যোগ করা হবে।

সাময়িক ও বর্ষশেষ পরীক্ষা সাধারণ ক্লাস বন্ধ করে এক সপ্তাহব্যাপী নিলেই ভাল হয়। সাপ্তাহিক পরীক্ষার প্রতি প্রশ্নপত্র সর্বমোট ৪০ এবং বছর শেষ পরীক্ষার প্রতি প্রশ্নপত্র সর্বমোট ৬০ নম্বরের মধ্যে নেয়া যেতে পারে। এ উভয় পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা গ্রহণের সময় যথাক্রমে প্রতিদিন ২ ও ২$\frac{১}{২}$ ঘণ্টা হলেই চলে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত জীবনের পুঁথিগত ও ব্যবহারিক দিকসমূহের সম্ভাব্য দিকগুলো নিয়ে মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়। স্কুল কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষাসমূহের ফলাফল এবং শ্রেণীশিক্ষকের অভিমত-মান (Impression -marks) প্রগতি পত্রে প্রতিফলিত হয়।

মূল্যায়নের নমুনা এরূপ ঃ

বিভাগ	আক্ষরিক প্রতীক	আংকিক মান	একক মান
১ম	ক/A	৭৫%	৪
২য়	খ/B	৬০%	৩
৩য়	গ/C	৪৫%	২
৪র্থ	ঘ/F	৪০%	১

শিক্ষক প্রশ্নের ধরন, প্রকৃতি ও পরিসর অনুযায়ী কখনও আক্ষরিক প্রতীক বা কখনও আংকিক মান উত্তর পত্রে প্রদান করবেন। বর্ষশেষে সব রকমের মানকে আংকিক মানে রূপান্তরিত করে মেধানুযায়ী স্থান বা Place নিরূপণ করবেন তিনি। কিন্ডারগার্টেনে Fail system বা অকৃতকার্য হওয়া বা করার পদ্ধতি নেই। লেখাপড়ায় অসন্তোসজনক ছাত্র-ছাত্রীদেরকে Make up বা ক্ষতিপূরণ ক্লাস নিয়ে প্রমোশন দিতে হবে।

শিক্ষাবর্ষ ও ছুটি

ক. ইংরেজী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রচলিত নিয়ম অনুসারে শিক্ষাবর্ষের হিসাব ধরা হয়। জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত শিক্ষাবর্ষ চালু থাকে।

খ. সপ্তাহে দু'দিন সাপ্তাহিক ছুটি। তাছাড়া শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক মুসলিম পর্বসমূহের ছুটি। অধিকন্তু অধ্যক্ষ কর্তৃক '৬ দিন' বিশেষ ছুটি প্রয়োজনবোধে দেয়া যেতে পারে।

সময়সূচি

প্রভাতকালীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্কুলে ক্লাস শুরু হবে সকাল ৭টায় এবং ছুটি হবে ১১টায়। তবে এ সময় ঋতু অনুযায়ী পরিবর্তনসাপেক্ষ।

স্কুল পোশাক

প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে স্কুলের নির্ধারিত পোশাক পরিধান করে স্কুলে আসতে হবে। পোশাকের বর্ণনা নিম্নরূপ হতে পারে ঃ

ছেলেদের জন্য	মেয়েদের জন্য
গাঢ় সবুজ ফুলপ্যান্ট (স্ট্রেইট কাট)	গাঢ় সবুজ ফুলপ্যান্ট (স্ট্রেইট কাট)
হাফ সার্ট (বাংলাদেশ বিমান কাট)	হাফ সার্ট (ঐ পকেটবিহীন)
ক্যানভাস সু (সাদা) ও মোজা (সাদা)	ক্যানভাস সু (সাদা) ও মোজা (সাদা)
বিমান কাট টুপি (সাদা-সবুজ বর্ডারসহ)	স্কার্ফ (সাদা-সবুজ বর্ডারসহ)

পরিধেয় সব কাপড়ই টেট্রনের হলে ভাল হয়। এতে টেকসই হবে অনেকদিন। আর ইস্ত্রি খরচও বেশি পড়ে না।

সাদা রং-এর জামা রাসূলে করীম (সা) বেশি পছন্দ করতেন, আর গাঢ় সবুজ রঙটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে নববীর গম্বুজের রঙ। এ দৃষ্টিতে এ দুটি রঙ স্কুলের পোশাক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এ ধরনের চিন্তা-ভাবনায় শুধু পোশাক নয় বরং স্কুলের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বৈ কি।

চান্দ্রমাস দ্বারা মুসলিম জীবন নিয়ন্ত্রিত। পাঁচ কোণা তারা হচ্ছে ইসলামের ৫টি স্তম্ভের প্রতীক। 'ইকরা' হচ্ছে পাক কুরআনের প্রথম আয়াত যা একদিক দিয়ে যেমন প্রথম স্বর্গীয় নির্দেশ অপরদিক দিয়ে এ আয়াত শরীফই হচ্ছে মুসলিম মিল্লাতের শিক্ষাজগতে প্রবেশের প্রথম আলোকবর্তিকা। এ হিসেবে ইসলামী কিন্ডারগার্টেনের জন্যে উক্ত মনোগ্রামটি বাস্তব ও ঐতিহাসিক উপকরণ সমৃদ্ধ বলে মনে করা যেতে পারে। মনোগ্রামের উপরের কিনারাটুকু (edge) ভাসমান মেঘের মত ঢেউ-তোলা। রং-এর দিক দিয়ে মনোগ্রামটি হবে ঃ

চাঁদ– হালকা সোনালি রং

তারা– রূপালি

গ্রাউন্ড, পটভূমি– আকাশী নীল

স্কুলের নামকরণ হবে– রূপালি অক্ষরে

স্কুল পতাকা

স্কুল পতাকা মনোগ্রামের অনুরূপ হওয়া উচিত। পতাকাটি হবে আকাশী নীল রঙের আর চাঁদ-তারা খচিত হবে সোনালি রঙ-এ। স্কুল পতাকা স্কুলের বৈশিষ্ট্য বহন করে অবশ্যিই।

বৃত্তি-পুরস্কার

মেধাবী ও সৃজনশীল শিক্ষার্থীদেরকে বৃত্তি ও পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা থাকা উচিত। আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে এ বৃত্তি-পুরস্কার দেয়া যেতে পারে। বিশেষ করে Performance ও Character -এর ইসলামী দৃষ্টিকোণে এটা নির্ধারণ করা উচিত।

শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলন

স্কুল বলতে বুঝায় শিক্ষক-অভিভাবক ও ছাত্রের সমষ্টিগত কর্মকাণ্ডের মূর্তরূপ। সে হিসাবে স্কুল ও গৃহ এবং ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক ও আদর্শিক ঐক্য গড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলনের প্রভাব অপরিসীম। এ সম্মেলনের প্রকৃতি দু'রকমের ঃ

১. অভিভাবক-দিবস (Parent's Day) ঃ বছরের ৩/৪টি নির্ধারিত দিবসে অভিভাবকগণকে ডাকা হয়। এসব দিনে অভিভাবকগণ স্বীয় সন্তানের সমস্যা ও প্রগতি সম্পর্কে অবগত করা বা অবহিত হওয়ার জন্যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শ সভায় বসেন। এ সম্মেলনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ছাত্র-শিক্ষক অভিভাবকের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও পরিচয় ঘটে।

২. বার্ষিক সম্মেলন (Annual Conference) ঃ বছরের প্রথম ও শেষদিকে একটি করে মোট দু'টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এ সম্মেলনগুলোর বিষয়বস্তু সচরাচর নিম্নরূপ হয়ে থাকে ঃ

ক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক পরিচিতি

খ. স্কুল সম্পর্কিত সমস্যা ও সমাধান

গ. অভিভাবকদের পরামর্শ

ঘ. উন্নয়ন পরিকল্পনা

ঙ. বিবিধ

ইসলামী কিন্ডারগার্টেনের নমুনানক্সা

ভাড়াটে ভবন বা গৃহে ইসলামী কিন্ডারগার্টেন চালু করলে এ ভবন বা গৃহের কক্ষ, বারান্দা ও লন বিবেচনা করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দপ্তর ও শ্রেণীকক্ষ নির্বাচিত করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে সম্মুখের কক্ষগুলোতে অধ্যক্ষের ও অফিস কক্ষের ব্যবস্থা করা উত্তম। যেহেতু এটা ভাড়াটে বাড়ি, সেহেতু এক্ষেত্রে মনমত শ্রেণীকক্ষ ও সংশ্লিষ্ট কক্ষসমূহের অবস্থান ও পরিপাটি সম্ভব নয় বিধায় প্লানিং করে বিদ্যমান অবস্থাকে বহুল পরিমাণে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হবে।

আর যদি নিজস্ব স্থানে কিন্ডারগার্টেন ভবন নির্মাণ করতে হয় তবে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন ঃ

১. খেলার মাঠ ও পার্ক ঃ স্কুল ভবন বা গৃহের দক্ষিণ পাশে।

২. স্কুল ভনব/গৃহ ঃ ইংরেজী U.L বা H অক্ষরাকৃতির হবে।

৩. শ্রেণীকক্ষের পরিসর ঃ প্রতি ছাত্রের জন্যে ৫$\frac{১}{২}$বর্গফুট স্থান থাকবে।

৪. বাথরুম/লেট্রিন ঃ সর্বোচ্চ প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর জন্যে ১টি করে কাঁচা পায়খানা (Service latrine) বা সেনিটারী লেট্রিন হবে গৃহ বা ভবনের উত্তর পাশে।

৫. প্রাচীর ঃ নিরাপত্তা ও সৌন্দর্য রক্ষার জন্যে স্কুলের সীমানা প্রাচীর ঘেরা থাকবে।

লক্ষণীয় ঃ আত্ তাহরু শতরুল ঈমান– পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। এই দৃষ্টিতে দেহ-মন-পোশাক পবিত্র রাখার সাথে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিচ্ছন্নতা তথা স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ও ঈমানের অঙ্গ।

৬. নিম্নে স্কুল ভবনের একটি নমুনা নক্সা দেয়া হলো ঃ
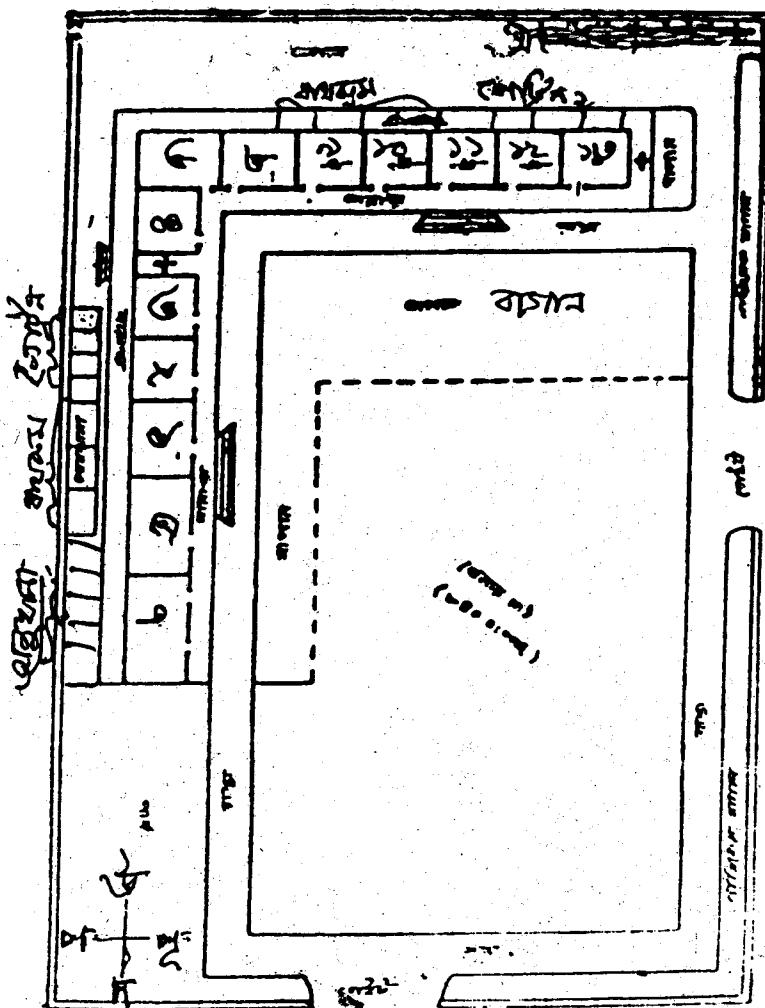
১. অধ্যক্ষের কক্ষ
২. উপাধ্যক্ষের কক্ষ
৩. অফিস কক্ষ
৪. শিক্ষকদের বিশ্রামাগার
৫. পাঠাগার কক্ষ
৬. আন্তঃক্রীড়া/প্রদর্শনী কক্ষ
৭. ইবাদতখানা
৮-১২. ৫টি শ্রেণীকক্ষ
১৩. ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্রামাগার

(+) এই চিহ্ন দ্বারা উভয় বারান্দায় যাতায়াতের পথ বা খোলা রাস্তা বুঝান হয়েছে।

বিভিন্ন কক্ষের বর্ণনা

কক্ষ হবে মোট ১৩টি–

(১) অধ্যক্ষ (২) উপাধ্যক্ষ (৩) শিক্ষকদের বিশ্রামাগার (৪) ছাত্রীদের বিশ্রামাগার (৫) ছাত্রদের বিশ্রামাগার (৬) পাঠাগার (৭) ইবাদতখানা/মিলনায়তন কক্ষ (৮) শ্রেণীকক্ষ (৫টি) (৯) প্রদর্শনী কক্ষ।

অন্যূন নিম্ন ধরনের আসবাবপত্র দিয়ে প্রতিটি কক্ষ সাজাতে হবে ঃ

অধ্যক্ষের কক্ষের আসবাবপত্র

(১) কুশন চেয়ার (২) সেক্রেটারিয়েট টেবিল (৩) বুক শেল্‌ফ (৪) সিন্দুকসহ স্টীল আলমারি (৫) সাধারণ চেয়ার— ৪টি (মেহমান-অভিভাবকের বসার জন্যে)।

উপাধ্যক্ষের আসবাবপত্র

অধ্যক্ষের অনুরূপ। স্টীলের আলমারি সিন্দুকবিশিষ্ট না হলেও চলে।

অফিস কক্ষ

১. আলমারি–২ খানা
২. বুক শেল্‌ফ–২ খানা
৩. সেক্রেটারিয়েট টেবিল–১
৪. চেয়ার–২ খানা।

শিক্ষকদের বিশ্রামকক্ষ

১. হাতাওয়ালা চেয়ার
২. ১০/১২টি পিজন হোল বিশিষ্ট ডেস্ক অথবা কেবিনেট
৩. প্রতি শিক্ষকের জন্যে ডেস্ক

পাঠাগার

১. আলমারি–২ খানা
২. লম্বা হাইবেঞ্চ–২ খানা (বসে পড়ার জন্যে)
৩. লম্বা নিচু বেঞ্চ–২ খানা
৪. টেবিল–১ খানা (লাইব্রেরিয়ানের ব্যবহারের জন্যে)
৫. চেয়ার–১ খানা
৬. বুক শেল্‌ফ–১ খানা

আন্তঃক্রীড়া কক্ষ

১. পিং পং টেবিল–১ খানা
২. লম্বা টেবিল–১ খানা (কেরাম, লুডু, বাগাডুলী খেলার জন্যে)
৩. খেলনা–

শ্রেণীকক্ষ

নার্সারী ও প্লে গ্রুপ

১. ডিম্বাকৃতির টেবিল–৩ টি (প্রতিটি টেবিল যেন কমপক্ষে ৬ জন ব্যবহার করতে পারে।)

২. মোড়া কিংবা ছোট হাতলবিহীন চেয়ার– (যতজন ছাত্র ততটি)

৩. হার্ড বোর্ড–৪টি (চার দেয়ালে সংযুক্ত করে ছবি, চার্ট ইত্যাদি লাগানোর জন্যে)

৪. আলমারি–১টি (শ্রেণীর খাতা-পত্র, জিনিস-পত্রাদি সংরক্ষণের জন্যে)

কে.জি শ্রেণীসমূহ

১. টেবিল ও হাতলবিশিষ্ট চেয়ার– (যতজন ছাত্র ততটি। এসব চেয়ারের বাম পাশে অথবা আসনের নিচে বই-ব্যাগ রাখার স্থান থাকবে।)

২. আলমারি–১ টি (নার্সারীর মতই ব্যবহার্য)

০ প্রত্যেক শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্যে ঃ

১. ডেস্ক– ১টি

২. চেয়ার– ১টি

কিন্ডারগার্টেন পরিচালনার ক্ষেত্রে যেসব রেকর্ড ও খাতাপত্র প্রয়োজন তার একটি মোটামুটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

ক্রমিক নং খাতা-পত্র	ক্রমিক নং ফাইলপত্র
১. শিক্ষক হাজিরা বহি	১. অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রেরিত পত্রের অনুলিপি
২. ছাত্র হাজিরা বহি	২. অধ্যক্ষের বরাবরে প্রেরিত পত্র
৩. অন্যান্য কর্মচারীর হাজিরা বহি	৩. ব্যক্তিগত ফাইল ঃ শিক্ষকদের দরখাস্ত, নিয়োগ–পত্র ও সার্টিফিকেট ইত্যাদি সংরক্ষণ
৪. শিক্ষকদের নোটিশ বহি	৪. শিক্ষকদের ছুটির দরখাস্ত
৫. ছাত্রদের নোটিশ বহি	৫. ছাত্রদের ছুটির দরখাস্ত
৬. শিক্ষক পরিষদের নোটিশ বহি	৬. স্কুলের দলিল-দস্তাবেজ
৭. শিক্ষক পরিষদের কার্যবিবরণী বহি	৭. ভর্তিকৃত ছাত্রদের ভর্তি ফরম
৮. কার্যকরী পরিষদের নোটিশ বহি	৮. একান্ত গোপনীয়
৯. কার্যকরী পরিষদের কার্যবিবরণী বহি	৯. জরুরী
১০. ছাত্র ভর্তি রেজিস্টার	১০. স্থগিত
১১. পরীক্ষার ফলাফল রেজিস্টার	১১. বিবিধ
১২. ক্যাশ বহি	১২. পরিকল্পনা

১৩. লেজার
১৪. স্টক রেজিস্টার
১৫. পাঠাগারের বই ক্রয় রেজিস্টার
১৬. পাঠাগারের বই বিলি রেজিস্টার
১৭. শ্রেণীভিত্তিক ছাত্র বেতন আদায় রেজিস্টার

১৩. ভাউচার
১৪. ....
১৫. ..... ইত্যাদি

বিঃ দ্রঃ যেভাবে ফাইল ও রেজিস্টার বুকের ক্রমিক নং দেয়া হয়েছে, ঠিক সেইভাবে প্রতিটি রেজিস্টার ও ফাইলের নম্বর দিয়ে Index রচনা করে অফিসের কাজ চালাতে হবে।

পাঠ্যসূচি

নার্সারী

সচিত্র বইপত্র ও খেলনার সাহায্যে নিম্নোক্ত পাঠ্যসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে। অংকন ব্যতীত বাকি সব বিষয়ই মুখস্থ করাতে হবে। অর্থাৎ লেখা অপেক্ষা পড়ার তাগিদ এ শ্রেণীতে অধিক। লক্ষ্য রাখতে হবে, শ্রেণীশিক্ষক এই শ্রেণীতে সুন্দর ও আদর্শ ছড়া, গল্প ইত্যাদি সংগ্রহ করে পড়াতে সদা উৎসাহী হবেন।

ক. বাংলা
১. অক্ষর বা বর্ণ মুখস্থ করানো
২. ছড়া–১০টি
৩. জিনিসপত্র ও রঙ-এর নাম ২০টি

খ. আরবী-ইসলামিয়াত
১. আরবী হরফ পরিচয়
২. কলেমা–৩টি
৩. তাউয, তাসমিয়া
৪. সালাম ও এর জবাব

গ. ইংরেজী
১. বর্ণ পরিচয়
২. Rhymes— ৫টি
৩. ব্যবহারিক জিনিসের ইংরেজী শব্দ– ১০টি
৪. Counting— ২০ পর্যন্ত

ক. বাংলা প্লে গ্রুপ
১. অক্ষর বা বর্ণমালা পরিচয়
২. ছড়া–১৫টি
৩. জিনিসপত্র বা রঙ-এর নাম ২৫টি

খ. ইসলামিয়াত
১. আরবী বর্ণমালা পরিচয়
২. কলেমা–৫টি
৩. তাউয, তাসমিয়া-সানা
৪. সালাম, মুনাজাত

গ. ইংরেজী
১. বর্ণ পরিচয়
২. পরিবার ও ব্যবহার্য জিনিসের ইংরেজী শব্দ– ২৫টি
৩. Counting— ৫০ পর্যন্ত

ঘ. অংক

১. গণনা– ২০ পর্যন্ত

২. অংগ-প্রত্যঙ্গের সংখ্যাভিত্তিক পরিচয়

ঘ. অংক

১. গণনা– ১০০ পর্যন্ত

নামতা– ৩ পর্যন্ত

এক সংখ্যার যোগ– ২০টি

ঙ. সাধারণ জ্ঞান

১. নিজের নাম

২. আব্বার নাম

৩. ভাই-বোনদের নাম

৪. গৃহের আসবাবপত্রের নাম ও পরিচয়– ২০টি

৫. রঙ-এর পরিচয়– ৬টি

৬. ফুলের পরিচয়– ৬টি

৭. পাখির পরিচয়– ৬টি

৮. জিনিসের ওজন-আকৃতির পরিচয়—লম্বা, গোল, ভারী, হাল্কা ইত্যাদি ৬ প্রকারের।

ঙ. সাধারণ জ্ঞান

১. নার্সারী অনুরূপ অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে।

নার্সারী

চ. অংকন

১. রেখা—সরল, বক্র, অর্ধচন্দ্র, যোগ, বিয়োগ, পূরণ চিহ্ন

২. রেখাচিত্র—গ্লাস, পাতা, গাছ, ব্ল্যাক বোর্ড, নৌকা, চাঁদ

৩. রঙ করা—উক্ত রেখাচিত্রসমূহ

ছ. শরীরচর্চা

১. সোজা হয়ে দাঁড়ানো

২. আরামে দাঁড়ানো

৩. হাত দুটো– পাশে ছড়িয়ে সামনে ছড়িয়ে মাথায় তুলে দাঁড়ানো

৪. কোমরে হাত রেখে ওঠাবসা

৫. অভিবাদন করা

৬. ব্যাঙ বা অনুরূপ ঃ ৪টি খেলা

প্লে গ্রুপ

চ. অংকন

১. রেখা—নার্সারীর অনুরূপ অধিকতর সুন্দরভাবে রেখা অংকন

২. রেখাচিত্র—নার্সারীর চিত্রসমূহ এবং ঘর, ফুল ইত্যাদি

৩. রঙ—উক্ত রেখাচিত্রসমূহের সুন্দরভাবে রঙ করা।

ছ. শরীর চর্চা

নার্সারীর অনুরূপ এবং ১ থেকে ৫ নং পি.টি পর্যন্ত

জ. হাম্‌দ-নাত
১. হাম্‌দ– ২টি
২. নাত– ২টি (শিক্ষক নির্ধারণ করবেন।)
৩. গজল– ২টি
* শিক্ষা সফর– ৩টি
* সাক্ষাৎকার– ৩টি
* শিক্ষামূলক টি.ভি. প্রোগ্রাম প্রদর্শন

জ. হাম্‌দ-নাত
নার্সারীর অনুরূপ
,,
,,
,,
,,
,,

কে.জি. ১ম

ক. বাংলা
১. নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক
২. ছড়া-বই (নির্বাচন করে নিতে হবে, অথবা লিখে পড়াতে হবে।)
৩. বাংলা হস্তলিপি বই

খ. ইংরেজী
১. পাঠ্য বই (নির্ধারণ করতে হবে, অথবা লিখে পড়াতে হবে।)
২. Word Book
৩. Rhyme

গ. আরবী ইসলামিয়াত
১. আরবী বর্ণমালা ও শব্দ পঠন লিখন
২. সূরা ফাতিহা থেকে সূরা নাসর ৬টি সূরা ও পাঁচ কালেমা অর্থসহ
৩. জায়নামাযের দোয়া, তাহিয়াত ও প্লে গ্রুপের বিষয়বস্তু
৪. দোয়া—ঘুমান, ঘুম হতে ওঠা, পড়া, খাওয়ার প্রথম-শেষ, মসজিদে প্রবেশ-বাহির, পেশাব-পায়খানার দোয়াসমূহ
৫. আদব—পিতামাতা, শিক্ষক, সহপাঠী, মজলিস, মেহমান, চলাফেরা ও কথাবার্তার আদব

কে.জি. ২য়

ক. বাংলা
১. নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক
২. ছড়া (নির্বাচন করে নিতে হবে, অথবা লিখে পড়াতে হবে।)
৩. বাংলা হস্তলিপি বই

খ. ইংরেজী
১. নির্ধারিত পাঠ্য বই (অথবা লিখে নির্বাচন করতে হবে।)
২. Word Book
৩. Rhyme

গ. আরবী ইসলামিয়াত
১. আরবী শব্দ ও বাক্য পঠন
২. সূরা ফাতিহা থেকে তাকাছুর পর্যন্ত
৩. পূর্ণাংগ নামাযের শিক্ষা
৪. ছোট্ট মুনাজাত– ৫টি কে.জি. ১ম শ্রেণীর দোয়াসমূহ
৫. আদব–কে.জি. ১ম শ্রেণীর অনুরূপ

---

* এগুলো বছরের কোন্ কোন্ সময়ে কিভাবে কার্যকর করতে হবে তা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক নির্ধারণ করবেন। এ কর্মসূচিগুলোর সার্থকতার উপর শিক্ষার্থীদের পাঠ-আগ্রহ সৃষ্টি একান্তভাবে নির্ভরশীল। এ কর্মসূচি প্রত্যেক শ্রেণীর জন্যেই অপরিহার্য।

কে.জি. ১ম

ঘ. অংক

১. নির্ধারিত অংক বই
২. নামতা– ১০ পর্যন্ত
৩. মানসাংক (সাধারণ)– ১৫টি
(শিক্ষক ঠিক করবেন।)

ঙ. সাধারণ জ্ঞান

১. প্লে গ্রুপের অনুরূপ
২. দেশের পরিচয়
নাম, ভাষা, রাজধানী, ধর্ম, নদী, বন্দর, শহর, প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য, প্রতিবেশী রাষ্ট্র

চ. অংকন

১. অংকন বই নির্ধারণ ও
প্লে গ্রুপের অংকনাদি

ছ. হাম্‌দ-নাত

হাম্‌দ– ৪টি
নাত– ৪টি (শিক্ষক নির্ধারণ করবেন)
গজল– ৪টি

জ. শরীর চর্চা

১. প্লে গ্রুপের অনুরূপ
২. পি.টি.–১ হতে ৫ পর্যন্ত

কে.জি. ২য়

ঘ. অংক

১. নির্ধারিত অংক বই
২. নামতা– ২০ পর্যন্ত
৩. জটিল মানসাংক– ১৫টি
(শিক্ষক ঠিক করবেন।)

ঙ. সাধারণ জ্ঞান

১. পূর্বের শ্রেণীসমূহের বিষয়গুলো
২. পরিবার হতে, মহাদেশ
পর্যন্ত 'কাকে বলে?'
৩. পৃথিবীর প্রধান প্রধান নদী, সমুদ্র, মহাদেশ ও পর্বতের নাম

চ. অংকন

১. অংকন বই নির্ধারণ করতে হবে।

ছ. হাম্‌দ-নাত

কে.জি.-এর অনুরূপ

জ. শরীর চর্চা

কে.জি-এর অনুরূপ এবং
পি.টি.–৮ পর্যন্ত

অর্থাৎ কে.জি. ২য় শ্রেণীর পাঠ্য বইসমূহ ও অন্যান্য বিষয় কে.জি. ১ম শ্রেণীর অনুরূপ বিষয়বস্তু বিশদভাবে পরিকল্পনা করে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করতে হবে। যেমন ঃ

খ. আরবী-ইসলামিয়াত সংক্রান্ত

১. সূরা ফাতিহা থেকে– ১৬টি সূরা (তাকাছুর পর্যন্ত)
২. পূর্বের শ্রেণীর দোয়াসমূহের বাংলা অর্থসহ পাঠ দান।
৩. ফরয ও ওয়াজিব কাকে বলে এবং সেই ফরয ও ওয়াজিবগুলো শিখাতে হবে।

লক্ষণীয়

* নার্সারী হতে কে.জি. ২য় শ্রেণী পর্যন্ত শ্রেণী পাঠে (Home Room Teaching) গৃহ পরিবেশ পদ্ধতি একান্ত কাম্য। এ ব্যবস্থায় একই শিক্ষক-শিক্ষিকা আবশ্যিক বিষয়সমূহ সারা বছর একই শ্রেণীতে পড়াবেন।

* বৈচিত্র্য আনার জন্যে অর্থাৎ একঘেয়েমি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে অংকন, কম্পিউটার বা শরীর চর্চা শিক্ষক এবং হাম্‌দ-নাতের শিক্ষক-শিক্ষিকা এসব বিষয়ের

পিরিয়ডে ক্লাস নিতে পারেন। পরিকল্পনা করে মাঝে মাঝে Combind class নিবে এসব ক্লাস নেয়া অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক হবে।

* ক্লাস রুটিন হুবহু অনুসরণ করা অপরিহার্য নয়। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, প্রতিদিনের বিষয়সমূহের পাঠ যেন আদায় হয়ে যায়। অন্য কথায় শিক্ষার্থীদের মনোভাব অনুযায়ী পিরিয়ড বা ঘণ্টার হেরফের করে প্রয়োজনবোধে প্রথম ঘণ্টাটি তৃতীয় ঘণ্টায়, তৃতীয় ঘণ্টারটি প্রথম ঘণ্টায় এভাবে রুটিনের পাঠ্যসমূহ আদায় করা যেতে পারে। Home-room Teaching হওয়ায় এতে ব্যাঘাত সৃষ্টিত হবেই না বরং অত্যন্ত ফলপ্রসূ শিক্ষাদান পরিলক্ষিত হবে।

শ্রেণী নির্ঘণ্ট বা ক্লাস রুটিন

শ্রেণী নির্ঘণ্ট প্রণয়নের সময় নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন ঃ

১. আবশ্যিক বিষয়সমূহ যেন নির্ঘণ্টের প্রথম দিকেই থাকে; আবশ্যিক বিষয়সমূহ সপ্তাহে ৪ দিন, সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সপ্তাহে ৩ দিন এবং পরিপূরক বিষয়সমূহ সপ্তাহে ২ দিন নিতে হবে।

২. বছরে এ রুটিন দুবার পরিবর্তন করা যেতে পারে যাতে সব বিষয়ই যেন সমান গুরুত্ব পায়। প্রতিটি পিরিয়ডেই যে বইটি/বিষয় পড়ান হবে তা ক্লাস রুটিনে লিখে দিতে হবে।

৩. প্রতি ঘণ্টা বা পিরিয়ডের পর ছেলেমেয়েদেরকে ৫-৭ মিনিট আরাম (Relaxed) বা সহজ হওয়ার সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

৪. টিফিন বা Recess Period-এ শিক্ষক ছেলেমেয়েদের তদারকিতে নিয়োজিত থাকবেন, যাতে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সুহৃদ সম্পর্ক খেলাধুলায় বিনষ্ট না হয়।

৫. প্রতিটি পিরিয়ডে ছেলেমেয়েদের ওঠাবসা এবং আচরণের শালীনতা সংরক্ষণসহ পাঠদানে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

পাঠ্য-পুস্তক তালিকা

সম্প্রতি ঢাকার কয়েকটি ইসলামী কিন্ডারগার্টেন বাজারে প্রাপ্ত বিভিন্ন বই-পুস্তক পর্যালোচনা করে যে পাঠ্য-পুস্তক তালিকা প্রণয়ন করেছে তার দু-একটি শ্রেণীর পাঠ্য তালিকা নিম্নে নির্দেশিকাস্বরূপ প্রদান করা হলো ঃ

নার্সারী	বইয়ের নাম		লেখক	মূল্য
ইংরেজী	১. Picture English Book 1 & 2.	ঃ	Bangladesh Books International	12.00
	২. Rhyme, Verse For The Crescents	ঃ	Md Alamgheer	7.00
বাংলা	৩. আগে পড়ি	ঃ	বন্দে আলী মিয়া	৩.০০
আরবী	৪. কায়দায়ে নাদীয়াতুল কুরআন	ঃ	এমদাদীয়া লাইব্রেরী	৩.০০
অংক	৫. আমার অংক শিখার বই ১ম ভাগ	ঃ	অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস	৯.০০

কে.জি. ১ম শ্রেণীর একটি নমুনা নির্ঘন্ট (Class Routine) দেয়া হলো ঃ

শ্রেণীকক্ষ নির্ঘন্ট, কে.জি ১ম শ্রেণী

প্রতি পিরিয়ডের সময়	(৪০ মিনিট) ৭:১৫-৭:৪০	১ম ৭:০০-৭:৪০	২য় ৭:৪০-৮:২০	৩য় ৮:২০-৯:০০	৪র্থ ৯:০০-৯:৪০	৫ম ৯:৪০-১০:২০	৬ষ্ঠ ১০:২০-১১:০০
সোমবার	দৈনিক	Active English Introductory Work Book	বর্ণ পরিচয় ১ম পাঠ	কায়দায়ে নাদীয়াতুল কুরআন		শরীর চর্চা	পরিপূরক পরীক্ষা
মঙ্গলবার	স	Active English Introductory Work Book	বর্ণ পরিচয় ১ম পাঠ	কায়দায়ে নাদীয়াতুল কুরআন	অ	অংকন	অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের
বুধবার	মা	Child's A.B.C	সোনামণিদের পড়া	নতুন নিয়মের ধারাপাত	ব	বাংলা হাতের লেখা	অতিরিক্ত ক্লাস ইত্যাদি নেয়ার জন্য এই পিরিয়ড কাজে লাগাতে হবে।
বৃহস্পতিবার	বে	Child's A.B.C	সোনামণিদের পড়া	নতুন নিয়মের ধারাপাত	কা	কম্পিউটার	
শনিবার	শ	Verse for the Crescerit	সোনামনিদের পড়া	নতুন নিয়মের ধারাপাত	শ	শরীর চর্চা	

উল্লেখ্য ঃ নমুনা হিসাবে এই নির্ঘন্টে কতিপয় পুস্তকের নাম দেয়া হয়েছে। এই ধরনের class routine অন্যান্য শ্রেণীর জন্যও প্রণয়ন করে ক্লাস নিতে হবে।

শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ পদ্ধতি

ইসলামী কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষকদের যোগ্যতা অন্যূন নিম্নোক্ত কতিপয় বিষয়ের ভিত্তিক বিবেচনা করা যেতে পারে ঃ

(ক) সাধারণ যোগ্যতা

১. ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতে মুয়াক্কাদা পালনকারী

২. সুন্দর বা মানানসই স্বাস্থ্য ও চেহারা সৌষ্ঠবের অধিকারী

৩. স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ উচ্চারণে অভ্যস্ত

৪. সুন্দর ও স্পষ্ট লেখনী

৫. পবিত্র কুরআন শুদ্ধভাবে তিলাওয়াতকারী

৬. কমপক্ষে দু'বছরের শিক্ষকতায় অভিজ্ঞ

৭. নিষ্ঠাবান নামাযী

(খ) বিভিন্ন পদভিত্তিক যোগ্যতা নিম্নরূপ থাকা বাঞ্ছনীয় ঃ

১. অধ্যক্ষ

(ক) স্নাতকোত্তর ডিগ্রী

(খ) ডিপ্লোমা ইন এড/বি.এড/এম.এড. ডিগ্রী

(গ) অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক হিসেবে কমপক্ষে ২ বছরের অভিজ্ঞতা

(ঘ) নিয়মিত নামাযী হওয়া আবশ্যক।

শিক্ষকতার উপর গবেষণামূলক বা প্রবন্ধাদি লেখার কোন রেকর্ড বা কৃতিত্ব থাকলে সবিশেষ অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

২. উপাধ্যক্ষ

(ক) অন্যূন সম্মান ডিগ্রী তৎসংগে অধ্যক্ষের জন্যে বর্ণিত শর্তাদি

৩. প্রথম সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা (Senior Teacher)

(ক) স্নাতক ডিগ্রী

(খ) ডিপ্লোমা ইন এড/বি.এড/এম.এড.

(গ) ৩ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

৪. সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা

(ক) স্নাতক ডিগ্রী

(খ) ২ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

* বিজ্ঞান, বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষক/শিক্ষিকার জন্যে সংশ্লিষ্ট স্নাতক ডিগ্রী বিবেচনা করে নিয়োগপত্র দিতে হবে।

৫. হিসাব রক্ষক

(ক) বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রী

(খ) ২ বছরের হিসাব অভিজ্ঞতা

* কম্পিউটার সাঁটলিপিতে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন।

৬. অফিস সহকারী

(ক) উচ্চ মাধ্যমিক পাস ও সুন্দর ও স্পষ্ট হস্তলিখক

৭. অন্যান্য কর্মচারী

(ক) কমপক্ষে অষ্টম শ্রেণী পাস

* অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক হতে অফিস সহকারী পর্যন্ত পদে নিয়োগের জন্য যুগপৎ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নেয়া উচিত। লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে (১) ইংরেজী (২) বাংলা (৩) অংক (৪) সাধারণ জ্ঞানসম্বলিত একটি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করে মোট ৭৫ এবং মৌখিক ২৫ নম্বরের পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে। লিখিত পরীক্ষার সময় কাল ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট হবে।

* দ্বিতীয়ত শিক্ষক নিয়োগে চরম নিষ্ঠাবান হতে হবে যাতে কোন প্রকার দুর্নীতি বা দুর্বলতা বা হুমকির আশ্রয়ে বাজে লোক শিক্ষক/শিক্ষিকা হিসাবে কিছুতেই চাকরি না পায়। কারণ বাজে ও অপদার্থ শিক্ষক নিয়োগ মানে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান ও চরিত্র ধ্বংসের মহীরুহ রচনা করা।

বেতন কাঠামো

নিম্নরূপভাবে অথবা এর অনুসরণে স্কুলের আর্থিক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে একটি বেতন কাঠামো প্রণয়ন করা যেতে পারে ঃ

	মূল বেতন	বার্ষিক বৃদ্ধি	অভিজ্ঞতা ভাতা প্রতি ৫ বছরের ভিত্তিতে	স্কুল ভাতা	অফিস ভাতা	মেডিকেল ভাতা	বাড়ি ভাড়া	অন্যান্য ভাতা	মোট
অধ্যক্ষ	৫০০০/-	৫%	২%	২%	২%	৫%	৫%		
উপাধ্যক্ষ	৩৫০০/-	৪%	২%	২%	২%	৪%	৪%		
সিনিয়র শিক্ষক	২৫০০/-	৪%	২%	২%		৪%	৪%		
শিক্ষক	২০০০/-	৩%	২%	২%		৪%	৪%		
হিসাব রক্ষক	২০০০/-	৩%	২%	২%		৪%	৩%		
অফিস সহকরী	১৫০০/-	২$\frac{১}{২}$%	২%	২%		৪%	৩%		
পিয়ন/দারোয়ন	১০০০/-	২$\frac{১}{২}$%	২%	২%		৪%	৩%		
দাই-আয়া/অন্যান্য	৮০০	২$\frac{১}{২}$%	২%	২%		৪%	৩%		

* নিম্নে প্রতি ৫ বছরের অভিজ্ঞতা এবং ঊর্ধ্বে ২০ বছর পর্যন্ত অভিজ্ঞতার ভাতা দেয়া যেতে পারে। প্রতি ৫ বছরকে এক একক ধরে অভিজ্ঞতা ভাতার হিসাব করা হবে।

* কৃতিত্বমূলক কাজের জন্যে বছরে একবার কোন দান বা পুরস্কার দেয়া যেতে পারে।

* ন্যস্ত কাজে উত্তম যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য ইচ্ছে করলে এক সাথে সর্বোচ্চ তিনটি বার্ষিক বৃদ্ধি (Yearly increment) পর্যন্ত কোন শিক্ষক বা কর্মচারীকে দেয়া যেতে পারে।

শিক্ষকদের পোশাক

পোশাকের গুরুত্ব আদর্শ স্ফুরণে কম নয়। ইসলামী কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্যেও এ দৃষ্টিতে 'গাউন'-এর মত পোশাক এবং পুরুষদের জন্যে টুপী ও মহিলাদের জন্যে স্কার্ট বা ওড়না থাকলে মন্দ হয় না। গাউন সবুজ রঙ-এর এবং শিরস্ত্রাণ সাদা হতে পারে। স্কুলে পড়া ও অবস্থানের সময় এ পোশাক ব্যবহার অত্যাবশ্যক করা উচিত।

শিক্ষকের মূল্যায়ন

শিক্ষক-শিক্ষিকার কার্যক্রম ও এর প্রভাব শ্রেণীকক্ষে কতটুকু সার্থকতা অর্জন করছে তা নিরূপণ ও বিচারের জন্যে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত ঃ

১. ছাত্রদের লেখা-পড়ার উন্নতি কতটুকু হয়েছে তা অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক ও কমিটিকে মূল্যায়ন করতে হবে। এ মূল্যায়নের উপায় হচ্ছে ঃ

ক. পরীক্ষার ফলাফল। যেমন কতজন ১ম, ২য় ও ৩য় বিভাগে পাস করেছে, কতজন ফেল করেছে ?

খ. কোন্ কোন্ বিষয়ে ছাত্রদের ফলাফল ভাল ও কোন্ কোন্ বিষয়ে তারা দুর্বল বা অকৃতকার্য হয়েছে ?

গ. ফেল করা বিষয়ের শিক্ষক ভাল পড়ান না বা শ্রেণীকক্ষে অপ্রাসঙ্গিক কথা, গালগল্প করে সময় কাটান ইত্যাদি বিবেচনা করে শিক্ষকের পার্থক্য ও মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

২. ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধিতে শিক্ষকের ভূমিকা ও রিচার্য ঃ সাধারণত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্ধেক ছাত্র আসে গোটা স্কুলের সুনামের জন্যে আর বাকি অর্ধেক ছাত্র আসে শিক্ষকদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে। লক্ষণীয়, যিনি আনুপাতিক হারে ছাত্র ভর্তিতে সহায়তা করতে পারবেন না, তিনি পাঠ দানে কর্মক্ষম বিবেচিত হলেও প্রশাসনিক দিক থেকে কর্মক্ষম হিসেবে বিবেচিত না-ও হতে পারেন।

৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল তথা আয় বৃদ্ধির ব্যাপারে যে শিক্ষক অমনোযোগী সে শিক্ষককে স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্মক্ষম নাও বিবেচনা করতে পারেন।

৪. প্রত্যেক শিক্ষক/শিক্ষিকাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও শৃংখলা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। যদি অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক অযোগ্য হন, তবে কমিটি তাঁকে সরিয়ে যোগ্যতর শিক্ষক নিয়োগ করতে পারেন অথবা জুনিয়র শিক্ষকদের কাউকে সে পদে প্রমোশনও দিতে পারেন। কিন্তু প্রধান শিক্ষক—তিনি যোগ্য বা অযোগ্য যাই হোন, তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান প্রধান থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর নির্দেশ অবশ্যই পালনীয়। অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক যে শিক্ষককে কথাবার্তা ও আচরণে আনুগত্যহীনতা বা অবাধ্যতার জন্যে না রাখতে চাইবেন, সে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক যোগ্যতাসম্পন্ন হলেও তাকে প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ বরখাস্ত করতে পারবেন। এতদসঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে, সহানুভূতিহীন ও বে-ইনসাফকারী কোন ব্যক্তিই অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক হওয়ার উপযুক্ত নন।

৫. গীতবকারী ও প্রাতিষ্ঠানিক কূটচালকারী (Cliquish) শিক্ষক কর্মক্ষম হলেও শিক্ষকতা পদের জন্যে অবশ্যই ধ্বংসাত্মক ও অনুপযুক্ত বিবেচিত হবেন।

৬. মিথ্যাচারী ও চরিত্রহীন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে তাৎক্ষণিকভাবে বরখাস্ত করতে হবে।

উক্ত কারণসমূহ ছাড়াও প্রচলিত বিধির দ্বারা (বোর্ডের ধারাসমূহ) শিক্ষকের যোগ্যতা বিচার্য।

পরিচালনা কমিটি

সুষ্ঠুভাবে ইসলামী কিন্ডারগার্টেন পরিচালনার জন্যে একটি কার্যকরী পরিষদ থাকবে। এ পরিষদ গঠিত হবে নিম্নোক্তভাবে ঃ

ক. প্রতিষ্ঠাতা সদস্য–	২জন
খ. দাতা সদস্য–	২ জন
গ. অভিভাবক সদস্য–	২ জন
ঘ. শিক্ষক প্রতিনিধি–	২ জন
ঙ. ডাক্তার সদস্য–	১ জন
চ. সৎ আইনজ্ঞ সদস্য–	১ জন
ছ. মেম্বার-সেক্রেটারী, অধ্যক্ষ–	১ জন
সর্বমোট সদস্য–	১১ জন

'ঙ' এবং 'চ'-এর সদস্য দু'জন অন্য নয়জনের পরামর্শ বা ৯ সদস্য বোর্ডের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। কার্যকরী পরিষদ গঠন, এর মেয়াদ, কার্যক্ষমতা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধি-বিধান আপাতত বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের নীতিমালা (byelaw) অনুযায়ী গঠিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হবে। এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত ইসলামী করার প্রয়াস ও প্রতিশ্রুতিতে অংগীকারাবদ্ধ নয় বিধায় উক্ত বোর্ড বা এর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ইসলামী কিন্ডারগার্টেনের চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবেন।

বাংলাদেশ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ। এ দেশকে মুসলিম তথা ইসলামী পরিবেশ ও ঐতিহ্যে গড়ে তোলার জন্যে "ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা" নিঃসন্দেহে অপরিহার্য। এ দৃষ্টি ও চেতনায় সরকার ও ধর্মপরায়ণ সুধী ও আলেম সমাজের ইসলামী কিন্ডারগার্টেনগুলোকে যথাযথ সাহায্য ও সহযোগিতা করাটাও জাতীয় দায়িত্ব।

স্মর্তব্য ঃ একটি দেশ ও জাতির স্বতন্ত্র সত্তা দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও দর্শন ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় গড়ে ওঠে। এই দৃষ্টিতে এ দেশের মাটি-মানুষ ও সংস্কৃতি ইসলামভিত্তিক চিন্তা ও চেতনায় বিধৃত বলে ইসলামভিত্তিক শিক্ষার প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় ইসলামী কিন্ডারগার্টেনের অপরিহার্যতা সম্যক উপলব্ধি করা একান্ত কর্তব্য।

পরিশিষ্ট

ভর্তি ফরম

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

হোলি ক্রিসেন্ট স্কুল

মিরপুর, ঢাকা-১৬

ফোন : ....

ছবি

১. ছাত্র/ছাত্রীর নাম : .... পূর্বে যে শ্রেণীতে পড়ত .... বিভাগ .... ক্রমিক নং .... জন্ম তারিখ .... ১লা জানুয়ারি, ২০০৪ ...... বয়স .... মাস .... দিন .... কততম সন্তান .... শনাক্ত চিহ্ন .... ওজন ....

২. যে শ্রেণীতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক .... আবাসিক/অনাবাসিক।

৩. পিতার নাম : ....

স্থায়ী ঠিকানা : ....

....

বর্তমান চাকরি/ব্যবসার পূর্ণ ঠিকানা : ....

....

(পদবীসহ কার্যের বিবরণ) ....

ফোন : বাসা .... অফিস/ফার্ম ফোন : ....

৪. স্থানীয় অভিভাবকের নাম : ....

পেশা/চাকরি/পদবী : ....

অফিস বা ফার্মের ঠিকানা : ....

....

বাসার ঠিকানা : ....

....

ফোন : বাসা .... অফিস/ফার্ম ফোন : ....

৫. শপথ

যদি আমার সন্তানকে ভর্তি করা হয়, তবে আমি স্কুলের যাবতীয় আইন-কানুন মেনে চলব এবং তার আব্বা/আম্মা/ অভিভাবক হিসাবে আমার দায়িত্ব পালনে বাধ্য থাকব। আল্লাহ্ আমার সহায় হউন। আমিন ॥

ছাত্র/ছাত্রীর স্বাক্ষর ঃ .... পিতা/অভিভাবকের স্বাক্ষর ....
তারিখ ঃ .... তারিখ ঃ ....
.... অফিসের ব্যবহারের জন্য .... ভর্তি বাবদ আদায় ....
ফাইল নং .... ভর্তির অনুমতি দেয়া হলো। ক্রমিন নম্বর ....
বেতন বই নং .... অধ্যক্ষ .... শ্রেণী ....
ক্রমিক .... একাউন্ট নম্বর .... তারিখ ....
হিসাবরক্ষকের স্বাক্ষর .... তারিখ ....

ইসলামী কিন্ডারগার্টেন
ঠিকানা ঃ ....
ফোন ঃ ....

বর্ষপঞ্জি

২০০৪ সাল

ক্যালেন্ডার দেখে নিম্নের শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। যেমন ঃ

মাস	তারিখ	বার	পর্ব	ছুটি বা বন্ধ
জানু ঃ	১	–	নববর্ষ	১
	–	–	আখেরী চাহার শোম্বা	১
	–	–	ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী	১
ফেব্রু ঃ	–	–	ঐ	৩
	–	–	শহীদ দিবস	১
	–	–	ফাতেহা ইয়াজদহম	১
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
ডিসে ঃ	১৬	মঙ্গল	বিজয় দিবস	১
			মোট	৮২
			অধ্যক্ষ কর্তৃক বিশেষ ছুটি	৬
			সর্বমোট দিন ≐	৮৮

পরীক্ষা ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম ঃ ২০০৪

১ম পর্ব

১ম শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলন ঃ ৬ই জানু ঃ মঙ্গলবার

০ ক্লাস শুরু ঃ ১৪ জানু ঃ বুধবার

০ বার্ষিক মিলাদ ঃ ৯ই ফেব্রু ঃ সোমবার

০ বার্ষিক খেলাধুলা ও পুরস্কার বিতরণী ঃ ২৮শে ফেব্রু ঃ শনিবার

০ বনভোজন ঃ ১১ই মার্চ ঃ বৃহস্পরিতবার

০ শিক্ষা প্রদর্শনী ঃ ১৩ থেকে ১৫ এপ্রিল মঙ্গল থেকে বৃহস্পতি বার

প্রথম পর্ব সমাপ্তি ঃ ২৯শে এপ্রিল ঃ বৃহস্পতিবার

গ্রীষ্মকালীন পর্ব

ক্লাস শুরু ঃ ১লা মে ঃ শনিবার

অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা ঃ ২৬শে মে হতে ৮ই জুন বধুবার হতে মঙ্গল বার

বর্ষশেষ পর্ব

ক্লাস শুরু ঃ ১লা আগস্ট ঃ রবিবার

বর্ষশেষ পরীক্ষা ঃ ২৪শে নভেম্বর হতে ৯ই ডিসেম্বর বুধবার হতে বৃহস্পতিবার

ফলাফল ঘোষণা ঃ ২০ ডিসেম্বর ঃ সোমবার

শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলন ঃ ২৪ ডিসেম্বর ঃ শুক্রবার

শ্রেণীসমূহের
বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষার মান বণ্টন

শ্রেণী	বাংলা	আরবী, ইসলামিয়াত	ইংরেজী	অংক	সাধারণ জ্ঞান	সমাজ পাঠ	বিজ্ঞান	কম্পিউটার	অংকন	শরীর চর্চা	হাম্‌দ-নাত	মোট
নার্সারী	৫০	৫০	৫০	৫০	২৫	২৫	x	২৫	২৫	২৫	২৫	৩৫০
প্লে গ্রুপ	৫০	৫০	৫০	৫০	২৫	২৫	x	২৫	২৫	২৫	২৫	৩৫০
কে.জি.১ম	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	৫০	৫০	২৫	২৫	২৫	২৫	৭০০
কে.জি.২য়	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	২৫	২৫	২৫	২৫	৮০০

শিক্ষকদের নোটিশ বহি

৩নং বা ৪নং বাঁধাই রেজিস্টার খাতা হলেও চলে। এই খাতাটির মাধ্যমে শিক্ষকদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক দিয়ে থাকেন। এসব নির্দেশের মধ্যে যেমন ঃ পরীক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশ, বন্ধজনিত নোটিশ, শিক্ষক ও স্কুল সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনা বৈঠক ইত্যাদি প্রধান।

নিম্নে একটি নোটিশ দেয়া হলো ঃ

তারিখ ঃ ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৮১,
শুক্রবার

নোটিশ নং–১ তাং ....

বিষয় ঃ পরীক্ষা বিষয়ক

.... স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে জানান যাচ্ছে, আগামীকাল সকাল ১০টায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর দপ্তরে তৃতীয় ঘন্টার পর প্রথম সাময়িক পরীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। যথাসময়ে হাজির থাকার জন্যে সবাইকে নির্দেশ দেয়া হলো।

স্বাক্ষর
অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক

শিক্ষকদের নাম	স্বাক্ষর ও তারিখ
১. মাহমুদ হোসেন	....
২.	....
৩.	....
৪.	....
৫.	....

প্রগতিপত্র

ইসলামী কিন্ডারগার্টেন
.... ঢাকা
ফোন ঃ ....

নাম ঃ .... পিতা/অভিভাবকের নাম ঃ ....
শ্রেণী ঃ .... ক্রমিক নং .... বিভাগ .... ঠিকানা ....

বিষয়	মোট মান	১ম সাময়িক		অর্ধবার্ষিক		বর্ষশেষ		মন্তব্য
		সর্বোচ্চ প্রাপ্ত মান	সে যা পেয়েছে	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত মান	সে যা পেয়েছে	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত মান	সে যা পেয়েছে	
বাংলা	৫০/১০০							
আরবী/ ইসলামিয়াত	৫০/১০০							
ইংরেজী	৫০/১০০							
অংক	৫০/১০০							
সাধারণ জ্ঞান	২৫/১০০							
সমাজ পাঠ	৫০/১০০							
বিজ্ঞান	৫০/১০০							
স্বাস্থ্য	২৫							
অংকন	২৫							
কম্পিউটার	২৫							
শরীর চর্চা	২৫							
হাম্‌দ/কেরাত	২৫							
সাপ্তাহিক পরীক্ষা	১০%	শুধু বার্ষিক পরীক্ষার ঘরে যোগ হবে						
সর্বমোট								

শ্রেণীশিক্ষকের মন্তব্য স্বাক্ষর ও তারিখ

১ম সাময়িক ....

অর্ধ বার্ষিক ....

বর্ষশেষ ....

অভিভাবকের স্বাক্ষর ও তারিখ

....

....

....

অধ্যক্ষের স্বাক্ষর

১. ....

২. ....

৩. ....

শ্রেণীভিত্তিক ছাত্রদের বেতন আদায় রেজিস্টার

শ্রেণী ঃ কে.জি.

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ক্রমিক নং	ছাত্র/ছাত্রীর নাম	সেশন ভর্তি	জানু:	ফেব্রু:	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	মোট
১.	সোনিয়া কামাল	২৮০/- ৩/১২/৮০	৫০/- ৩/১/৮১	৫০/- ১০/২/৮১	৫০/- ৪/৩/৮১	৫০/- ৬/৪/৮১	৫০/- ২/৫/৮১	৫০/- ৪/৬/৮১	৫০/- ১০/৮/৮১	৫০/- ১০/৮/৮১	৫০/- ২/৯/৮১	৫০/- ৫/১০/৮১	৫০/- ৫/১১/৮১	৫০/- ৭/১২/৮১	৮৮০/-
৬.	রফিক আহম্মদ	৩৭৫/- ৭/১/৮১	৫০/- ৭/১/৮১	৫০/- ৭/২/৮১	৫০/- ২০/৩/৮১	৫০/- ২৫/৪/৮১	৫০/- ২৬/৫/৮১	৫০/- ১১/৬/৮১	৫০/- ২২/৮/৮১	৫০/- ২২/৮/৮১	৫০/- ৩/৯/৮১	৫০/- ৭/১০/৮১	৫০/- ৪/১১/৮১	৫০/- ৬/১২/৮১	৯৭৫/-

সার্কুলার

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

হোলি ক্রিসেন্ট স্কুল মেমো নং ... ...

মীরপুর, ঢাকা-১৬ তারিখ ১৪-৪-০৪

সংশ্লিষ্ট সবার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিগত স্মারক নং এইচ.সি.এস. নং ৪৫(৮০)০৪ তাং ৩-৩-০৪-এ প্রদত্ত নির্দেশাবলীর আলোকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত চলতি মাসের ৭-৪-০৪ তারিখ হতে কার্যকরী হচ্ছে।

১. স্কুল বেতন ও হোস্টেল ফি ইত্যাদি খাতে যাবতীয় টাকা-পয়সা স্কুলের হিসাবরক্ষকের মাধ্যমে পাকা রসিদযোগে আদায় করতে হবে।

২. অভিভাবকদিগকে জানানো যাচ্ছে যে, এখন থেকে ছাত্র/ছাত্রীদের স্কুল বেতন, হোস্টেল চার্জ ও অন্যান্য ফি 'হোলি ক্রিসেন্ট স্কুল' ইসলামী ব্যাংক লিঃ মিরপুর শাখার নামে ড্রাফ্‌ট জমার মাধ্যমে স্কুল থেকে পাকা রসিদ আদায় করতে হবে।

৩. স্কুল হিসাবরক্ষকের মাধ্যমে স্কুল হোস্টেলের যাবতীয় চাহিদা ও ব্যয় যথাযথ ভাউচার বিল, রিকুইজিশনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহ করা হবে।

৪. রসিদযোগে আদায়কৃত টাকা ও ড্রাফ্‌ট অবশ্যই পরবর্তী দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষরযোগে স্কুল হিসাবরক্ষক ব্যাংকে জমা করবেন।

৫. এখন হতে হোস্টেলের রিকুইজিশন নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পরই স্কুল একাউন্ট্যান্টের হোস্টেলের জন্য নগদ প্রদান করবেন।

৬. স্কুল একাউন্ট্যান্টকে এ ব্যাপারেও সুনিশ্চিত হতে হবে যে, পূর্বের হিসাব ভাউচার, বিল ইত্যাদি যথাযথভাবে না পাওয়া পর্যন্ত তিনি নগদ প্রদান করতে পারবেন না।

স্বাক্ষর

প্রিন্সিপাল,

হোলি ক্রিসেন্ট স্কুল, মিরপুর, ঢাকা।

অনুলিপি

১. চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং কমিটি, হোলি ক্রিসেন্ট স্কুল।
২. জনাব সিরাজ উদ্দিন আহম্মদ, সদস্য
৩. হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট ,,
৪. হিসাবরক্ষক ,,
৫. ফাইল ,,

প্রশাসনিক কাঠামো

ক্যাশ বহি

ক্রিসেন্ট স্কুল

আয়											ব্যয়									
তারিখ	প্রাপ্তি বিবরণ	আগত তহবিল	বেতন ও জরিমানা ইত্যাদি	চাঁদা ও দান	পরীক্ষার ফিস	গ্রন্থাগার ফিস	বিবিধ	৪-৮এর মোট টাকার পরিমাণ	আগত সহ মোট তহবিল		তারিখ	ব্যয়ের বিবরণ	ভাউচার নং	বেতন	আর্থিক মঞ্জুরি ইত্যাদি	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ তহবিল	বিবিধ খরচ	৪-৮ এর মোট ব্যয়	জের তহবিল	মন্তব্য

ইফাবা-২০০৪-২০০৫-প্র/৯৩৭৮ (উ)-৩২৫০